الدرس العاشر
الإيمان وأركانه

দশম দার্‌স
ঈমান ও তার রূক্‌নসমূহ

ঈমান হলো কথা ও কাজের নাম, যা পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ ও পাপাচারের দ্বারা হ্রাস পায়। অর্থাৎ, তা হলো, অন্তর ও জবানের উক্তি এবং অন্তর, জবান ও শরীরের কাজ। অন্তরের স্বীকৃতি হলো, তা বিশ্বাস করা এবং তার সত্যায়ন করা। আর জবানের উক্তি হলো, তা স্বীকার করা। আর অন্তরের কাজ হলো, নিষ্ঠার সাথে তা তা মেনে নেওয়া, তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য তা গ্রহণ করা। আর শরীরের কাজ হলো, আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের রয়েছে কয়েকটি মূল ভিত্তি। আর তা হলো, আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূল, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং মু'মিনগণও; সকলে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রসূলগণকে বিশ্বাস করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫) আর মুসলিম শরীফের হাদীদে উমার ইবনে খাত্তাব-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরীল-عليه السلام-নবী করীম-ﷺ-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

((الإيمان أن تؤمنَ بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره)) [مسلم: ٨].

"আপনি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর (নাযিল করা) গ্রন্থসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, শেষ দিবসের উপর এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবেন।" (মুসলিম ৮)

এই ছয়টি বিষয়ই হলো, সেই সঠিক আক্বীদার মৌলিক বিষয় বস্তু, যা নিয়ে নাযিল হলো আল্লাহর মহগ্রন্থ এবং প্রেরিত হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-ﷺ-। আর এগুলোই হচ্ছে ঈমানের রুক্‌নসমূহ।